R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং ৩

৬৬শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১৬ই মে, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

জাতীয় সড়কে পুলিশের গুলি, নিহত—৩

বিশেষ প্রতিনিধি : ১২ মে দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ থানার গদাইপুর সেতুতে ৩৪নং জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশের গুলিতে দু'জন লরি চালক নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, আগের দিন সন্ধ্যায় গদাইপুর সেতুতে এক লরি চা লুঠের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে লুন্ঠিত চা সমেত পাঁচজন ট্রাক কাটারকে গ্রেপ্তার করে। লরির একজন খালাসি অপহৃত হন বলে লরি চালকরা দাবি করেন। তাঁরা খালাসির পরিবর্তে ধৃত পাঁচজন ট্রাক কাটারকে জামিন হিসেবে তাঁদের হাতে তুলে দিতে বলেন। পুলিশ আপত্তি জানালে পুলিশের গাড়ি আটক এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এস ডি পি ও, সি আই এবং আরো অনেক অফিসার পরদিন দুপুর পর্যন্ত লরি চালকদের অনেক বুঝিয়েও জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় লরি চালকরা মারমুখী হয়ে ওঠেন। তাঁদের আক্রমণে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফরাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার এবং আরো ৯ জন হোমগার্ড ও কনসেটবল আহত হন বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ দাবি করে যে, লরি চালকরা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রথমে তিন রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। তাতে কোন ফল না হওয়ায় জেলা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শুনানী শেষ, কমিশনের রায় যাবে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে, ব্যবস্থা পরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জরুরী অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার নির্ণয়ক হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনের কাছে জঙ্গিপুরে বসুমতী পত্রিকার সংবাদদাতা বিমান হাজরার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাটির শুনানী গত শুক্রবার শেষ হয়েছে। আট দিন-ব্যাপী আলিপুর কমিশন গৃহে অনুষ্ঠিত এই শুনানীতে মুর্শিদাবাদের তৎকালীন জেলা শাসক এন রামজী, পুলিশ সুপার স্বরজিৎ চ্যাটার্জি দুই এম এল এ হাবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব, পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জি জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক অরুণতম পণ্ডিত, সাংবাদিক সত্যনারায়ণ ভকতসহ প্রায় চল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত হন। অভিযোগ ছিল—'ব্যক্তি আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্যই মহকুমার তৎকালীন এস ডি পি ও উদয় দত্ত বিমান

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সেনসরে নট পাস হত এস ডি ও-র নির্দেশে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জরুরী অবস্থায় জঙ্গিপুরে সংবাদ সেনসার করা হত প্রায় ২০টি নির্দেশনামার ভিত্তিতে—গত বৃহস্পতিবার কলকাতায় চক্রবর্তী কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে জঙ্গিপুরের তৎকালীন তথ্য নিয়ামক ধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র (জস্কর) এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সেনসরে পাস, নট পাস নিয়ে তিনি সাধারণতঃ এস ডি ও মীরা সেনগুপ্তের (পাণ্ডে) সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিচারপতি হরতোষ চক্রবর্তীর জিজ্ঞাসার জবাবে মৈত্র বলেন, পুলিশ বা প্রশাসনিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ সমূহ তখন প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হত না। ফরাক্কা ব্যারেজের ভুয়ো সার্টিফিকেট সংক্রান্ত একটি সংবাদ কমিশনে দাখিল করা হলে তিনি বলেন, এস ডি ও মীরা সেনগুপ্তের নির্দেশক্রমেই তিনি সংবাদটি জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশের অনুমতি দেননি। বিচারপতি এই ধরনের সংবাদ নট পাস দেখে অবাক হন এবং এ সম্পর্কে তাঁর বৈধতার প্রশ্ন তোলেন।

একদিন অন্তর খুন

সাগরদীঘি, ১৫ মে—গতকাল এই থানার ডিহবরজ গ্রামে জমি দখলের লড়াইয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কালগোলা থানার সাহেবনগর গ্রামের কলিমুদ্দিন সেখ ওরফে কালু নামে জাগালদার বাহিনীর একজন নেতা খুন হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে জমির দখল নিয়ে সবদার সেখ ও আবদুর রহমানের পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে কলিমুদ্দিন সেখ মিটমাটের চেষ্টা করেন। কিন্তু এস্তাজ সেখ নামে জনৈক গ্রামবাসীর লাঠির আঘাতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

এই ঘটনার একদিন আগে (১২ মে) এই থানার হাজিপুর গ্রামে আরো একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দিন বিকেলে মহেশ্বর হোসেন নামে একজন গ্রামবাসী আবদুল হাই-এর বাড়ী চড়াও হয়ে কাউসার আলিকে হত্যা করে। গ্রেপ্তারের খবর নাই। আজ সুতী থানায় রঘুনাথপুরের নইমুদ্দিন সেখ নামে একজন গ্রামবাসী খুন হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

বিশেষ সম্পাদকীয় :

৬৬ বর্ষে পদার্পণ

পাঠক, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষীদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ ৬৬ বর্ষে পদার্পণ করল। আজ থেকে ছেষট্টি বছর আগে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ যে দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে পিতামহ দাদাঠাকুর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এখনও মহকুমার মানুষের সুখ-দুঃখ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অভাব-অভিযোগ, দুর্নীতি-স্বজনপোষণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, ক্ষেত্র-খামার-চাষবাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা; আর্ত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের দাবি-দাওয়া ইত্যাদি প্রভৃতি বিষয়ে সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে চলেছি। মাঝে মাঝে এই সব বিষয় প্রকাশ করতে গিয়ে সরকারী দল ও পুলিশের চোখরাঙানির শিকার হতে হয়। কিন্তু আমরা তাতে ভয় পাই না। বিগত জরুরী অবস্থার দুঃশাসনে সরকারী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাঠকের দরবারে

সংবাদ-পত্র ও মুদ্রণশিল্পে ব্যবহৃত যাবতীয় পণ্যসম্ভারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় আমরা ৬৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর প্রতিটির মূল্য পনের পয়সা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি পয়সা এবং বাৎসরিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে শহরে নয় টাকা ও সডাক দশ টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। পাঠকসাধারণ মফঃস্বলের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার আর্থিক সমস্যার কথা চিন্তা করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন, এই আশা করি। —প্রকাশ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬।

শহরে শিক্ষার সমস্যা

গত ৯ই এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় যে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন, তাহাতে এখানকার জনগণের সমস্যা তথা তাঁহাদের সন্তানসন্ততির শিক্ষার এক নিদারুণ সমস্যা, যাহা অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে, প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, রঘুনাথগঞ্জ শহরের ছেলেদের এই স্কুলে ভর্ত্তির ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহসমস্যা বহুদিনের। সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ চলে। বিদ্যালয়ভবনের বহুদিনের জরাজীর্ণতা দূর করিয়া এখানে শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলাফল কয়েক বৎসর হইতে সন্তোষজনক হইতেছে। কিন্তু গৃহসমস্যা আজ বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছেন, "এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৭০০। এই গৃহে এত সংখ্যক ছাত্রের স্থান সংকুলানে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। স্কুলগৃহ সম্প্রসারণেরও কোন উপায় নাই। স্কুলগৃহ সংলগ্ন কোন স্থানও নাই যেখানে সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা যায়। পুরাতন বাড়ি, ভিত্তিও হয়ত নির্ভরযোগ্য নয়। তাই স্কুল গৃহের উপর তিনতলায় ঘর করার কথা চিন্তা করা যায় না। যদি বা ঘর নির্মাণ করা চলে তবে তার টাকাই বা কোথায়?" সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বিবরণীতে আরও বলিয়াছেন যে, অবস্থার চাপে পড়িয়া আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে হয়ত ছাত্রভর্ত্তি সীমিত করিতে হইবে।

সম্পাদক মহাশয় ছাত্রভর্ত্তি সীমিত করিবার কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু এই সব ছাত্র বাহিরের নহে এই শহর ও শহরতলীরই। তাহারা কোথায় যাইবে? আমরা জানি, বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এক বৎসর পূর্ব্বে লুথারান সংস্থার নিকট বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। আবার সরকারের কাছেও তাঁহারা ক্যাপিট্যাল গ্র্যান্টের আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আশার আলো দেখা যায় নাই। অথচ এই সব কাজ সরকার অথবা কোন জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা যৌথ ব্যক্তিপ্রচেষ্টার আনুকূল্য ছাড়া সম্পন্ন হইবার নহে। প্রথম দুইটি বাদ দিলে থাকে যৌথ ব্যক্তি উদ্যোগ। তাই জঙ্গিপুর পুরসভা কর্ত্তৃপক্ষ এবং এই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যৌথ প্রচেষ্টার আজ প্রয়োজন। রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয় ভবন তাহার নিজ জমিতে নূতন করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে, নতুবা বর্ত্তমান বিদ্যালয় গৃহের উপর গৃহনির্মাণ করিতে হইবে, আর না হয়, এখানে একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় একথাও বলিয়াছেন, সুতরাং শহরের এই সমস্যা আজ চিন্তার বিষয়।

বর্ত্তমান বিদ্যালয়গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশে এত ছাত্রের পড়াশুনা চালান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই শহরের ছাত্রসাধারণের নির্বাধ শিক্ষার দাবী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের গৃহসমস্যা, শিক্ষাদানের এই সুতীব্র সমস্যার কথা আজ সকলকে ভাবিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণীতে সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। আমরাও শহরের প্রতিটি মানুষকে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ভাবিয়া দেখিবার আবেদন জানাইতেছি।

পান-বিড়ির দোকানে মদ?

জঙ্গিপুর, ১৬ মে—শহরের সম্ভ্রান্ত পল্লীতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঁচশ গজের মধ্যে প্রকাশ্য রাজপথে একটি পান-বিড়ির দোকানে রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মদের বোতলের ছিপি খোলা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পথচারীরা দেখেও কিছু বলার সাহস পান না; অথচ প্রত্যেককেই নাকে রুমাল দিয়ে সসঙ্কোচে পথ চলতে হয় বলে জানানো হয়েছে।

কমিশনের রায় যাবে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাজরাকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে মিসায় গ্রেপ্তার করেছিলেন। তাঁকে ইন্ধন ও মদত দিয়েছিলেন তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ শ্রীকেশ মণ্ডল।

কমিশনের সামনে তৎকালীন জেলাশাসক রামজী বলেন, তিনি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করেননি। ঢোল ফাটানোর যে অভিযোগে বিমান হাজরাকে আটক করা হয় তা সত্য কিনা তাঁর জানা নেই। স্থানীয় পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি বিমানবাবুকে আটকের নির্দেশ দেন। এস পি স্বরজিৎ চ্যাটারজি বলেন, মহরমের ঘটনার দিন তিনি গভীর রাতে রঘুনাথগঞ্জ এসেছিলেন। তখনও শহরে উত্তেজনা ছিল। ঢোল ভাঙ্গার অভিযোগ সত্য কিনা জানতে বা ভাঙ্গা ঢোল তিনি পুলিশের কাছে দেখতে চাননি। স্থানীয় পুলিশ যা রিপোর্টে যা বলেছে তিনি সেই মত কাজ করেছেন। ওসি শ্রীকেশ মণ্ডল এবং এস ডি পি ও উদয় দত্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করে কমিশনকে বলেন, কয়েকজন মুসলিমের অভিযোগক্রমে ১৬১ ধারা মোতাবেক বিমান হাজরার বিরুদ্ধে ১.১.৭৭ তাং সুয়োমটো কেস রুজু করা হয়। ভাঙ্গা ঢোল সীজ করা হয়নি।

এদিকে ১৬১ ধারায় তৎকালীন রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ যাঁদের বক্তব্য নথিভুক্ত করেছে বলে দেখিয়েছে সেই সব ব্যক্তিরা কমিশনকে বলেন তাঁরা পুলিশের কাছে কোনরকম অভিযোগ করেননি। বিমান হাজরা সেদিন মুসলিম বিরোধী কোনরকম কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সাক্ষীরা সেদিনের পুলিশী ভূমিকার নিন্দে করে বলেন পুলিশের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদস্বরূপ তাঁরা তাঁদের পবিত্র তাজিয়া ফুলতলায় ফেলে পালিয়ে যান। হিন্দুদের ভয়ে তাজিয়া ফেলে পালানোর অভিযোগ পুলিশের সাজানো।

অপরদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে যাঁদেরকে সাক্ষ্য মানা হয় তাঁরাও সকলে বিমান হাজরা নিরপরাধ বলে কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেন। তাঁরা বলেন শহরে উত্তেজনা থাকলেও তার সঙ্গে বিমান হাজরার যোগাযোগ ছিল না। সেদিনের মহরমের ঘটনায় প্রত্যক্ষ প্রভাত মুখোপাধ্যায় কমিশনকে বলেন, তাঁকে এবং এম এল এ হাবিবুর রহমানকে সেদিন কিছু যুবক লাঞ্ছিত করে। কিন্তু তার মধ্যে অভিযোগকারী ছিলেন না।

পুলিশের এস আই সন্তোষ সাহা বলেন, খাতায় এন্ট্রি না করেই তাঁরা থানা থেকে রিভলভার, হাতকড়া, দড়ি ইত্যাদি নিয়ে যেতেন।

কমিশনে বিমান হাজরাকে মিসায় গ্রেপ্তার সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী শুরু হয় ৩০ এপ্রিল। চলে ১১ মে পর্য্যন্ত।

এদিকে কমিশনের বিচারপতির কাছে তিনজন সাক্ষী অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত দারোগা শ্রীকেশ মণ্ডল তাঁর কথামত সাক্ষী না দেওয়ায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসারদের দিয়ে সাক্ষীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এঁরা হলেন সাজেমল সেখ, আবুল সেখ এবং নঈমুদ্দিন সেখ। কমিশন থেকে তাঁদের সমস্ত রকম নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হলে তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে কমিশনের বিচারপতি তাঁর রায় রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করার পর তা নিয়ে বিধান সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমিশনে সরকারী কৌঁসুলী হিসাবে বিমান হাজরার পক্ষ সমর্থন করেন অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি, ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী, সমর দত্ত এবং আসামী পক্ষের উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট বিনয় মুখার্জি।

বাস ধর্মঘট প্রত্যাহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মে—নওদা থানায় দু'জন বাসকর্মীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৮ মে থেকে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় যে বাস ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, গতকাল বহরমপুরে ফলপ্রসূ আলোচনার পর সেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আজ সকাল থেকে পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

মহকুমার বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল ও প্রতিষ্ঠান থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের বহু খবর এসে পৌঁচেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকে মহিলা বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগকল্পে এ এন এম (অকজিলারী) নার্সিং ট্রেনিং

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত সাব সেণ্টারগুলির জন্য প্রতি সাব সেণ্টারে একজন মহিলা বহুমুখী স্বাস্থ্য কর্মীর নিয়োগকল্পে ১৮ মাসের এ এন এম (অকজিলারী নার্সিং) ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অবিবাহিতা/বিধবা/আইনানুগভাবে বিবাহ-বিচ্ছিন্না অথবা ডিভোর্স্‌ড মহিলাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের নাম এবং ঐ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত সাব সেণ্টারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল। ব্লক কান্দি-সাবসেণ্টার ৫; ভরতপুর ১নং-সাবসেণ্টার ৫; ভরতপুর ২নং সাবসেণ্টার ৪; বড়ঞা-সাবসেণ্টার ১০; খড়গ্রাম-সাবসেণ্টার ১১; বেলডাঙ্গা ১নং সাবসেণ্টার ১২; বেলডাঙ্গা ২নং সাবসেণ্টার ৭; নোয়াদা সাব-সেণ্টার ৫; হরিহরপাড়া সাবসেণ্টার ৮; ডোমকল সাবসেণ্টার ১২; বহরমপুর সাবসেণ্টার ১৫; জলঙ্গী সাবসেণ্টার ৬; মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ সাব-সেণ্টার ৫; নবগ্রাম সাবসেণ্টার ৫; লালগোলা সাবসেণ্টার ৮; রাণীনগর ১নং সাবসেণ্টার ৫; রাণীনগর ২নং সাবসেণ্টার ২; ভগবান-গোলা ১নং সাবসেণ্টার ৩; ভগবানগোলা ২নং সাবসেণ্টার ৪; সাগরদীঘি সাবসেণ্টার ১০; ফরাক্কা সাবসেণ্টার ৯; সমসেরগঞ্জ সাবসেণ্টার ১০; সুতী ১নং সাবসেণ্টার ৪; সুতী ২ নং সাবসেণ্টার ৯; রঘুনাথ-গঞ্জ ১নং সাবসেণ্টার ৫; রঘুনাথগঞ্জ ২নং সাবসেণ্টার ৮; মোট ১৮৭।

ন্যূনতম যোগ্যতা: ক) বাসস্থান—দরখাস্তকারিণী যে ব্লকের সাবসেণ্টারে শিক্ষান্তে চাকুরী প্রার্থী সেই ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র স্থানীয় এম এল এ/ঐ ব্লকের বি ডি ও/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হইতে আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। খ) ভারতীয় নাগরিক—দরখাস্ত-কারিণীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। প্রার্থী ভারত-বর্ষের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিলে দরখাস্তের সহিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ভারতীয় নাগরিক প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে। গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা—প্রার্থীগণকে অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পাস হইতে হইবে। মার্কশীটের প্রত্যায়িত নকল (একটি কপি) দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে। ঘ) বয়ঃসীমা ১লা জানুয়ারী ১৯৭৯ তে প্রার্থীগণের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা যথাক্রমে ষোল (১৬) এবং (৩৪) চৌত্রিশ বছর হইতে হইবে। দরখাস্তের সহিত বয়সের প্রমাণপত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার (এডমিট কার্ডের প্রত্যায়িত নকল ১ কপি) দাখিল করিতে হইবে। ঙ) চারিত্রিক প্রশংসাপত্র—দরখাস্তের সহিত প্রার্থীগণকে অবশ্যই সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা প্রার্থীগণের সহিত আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ নহে এমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে চারিত্রিক প্রশংসাপত্র আবেদন পত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। আসন সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রমাণপত্র—ক) তপশিলী ও তপশিলী উপজাতি অন্তর্ভুক্ত হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (ডি এম/এ ডি এম/এস ডি ও/উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অফিসার) নিকট হইতে প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল (১ কপি) আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। খ) অনাথ আশ্রম সংক্রান্ত—প্রার্থীগণ অনাথ আশ্রমের বাসিন্দা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর অথবা দপ্তরের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকলসহ (১ কপি) দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরখাস্তকারিণীকে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে। ১) দর-খাস্তকারিণী মুর্শিদাবাদ জেলার রাণ জে এন রায় সদর হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেনডেনট বরাবর রেজিষ্টার্ড (এ ডি) সহ ডাকযোগে এমনভাবে দরখাস্ত পাঠাইবেন যাহাতে ৩০ মে, ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে নার্সিং সুপারিনটেনডেনটের অফিসে পৌঁছায়। হাতে হাতে কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরখাস্ত না পাওয়া গেলে অথবা ভুল ঠিকানা দিলে অথবা দরখাস্তের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকিলে অথবা কোন সুপারিশ থাকিলে অথবা তদ্বির তদারক করিলে দরখাস্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ২) দরখাস্তের উপর ডানদিকে প্রার্থীর একটি সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি জুড়িয়া দিতে হইবে। ৩) সাদা কাগজে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী দরখাস্ত করিতে হইবে। ক) প্রার্থীর নাম (বড় হরফে), খ) পিতার নাম, গ) অভিভাবকের নাম ও প্রার্থীর সহিত সম্পর্ক, ঘ) ঠিকানা—স্থায়ী এবং বর্তমান, ঙ) প্রার্থী যে জায়গায় বাস করেন সেই ব্লকের নাম, চ) জন্ম তারিখ, ছ) জন্মস্থান, জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঝ) ভারতীয় নাগরিক কিনা, ঞ) কত বছর অবস্থান (পশ্চিমবঙ্গে) ট) জাত—(তপশিলী কিংবা উপজাতি কিনা), ঠ) বিবাহিতা/অবিবাহিতা/আইনানুগভাবে বিবাহ বিচ্ছিন্না/ডিভোর্সড, ড) পিতার পেশা, ঢ) মোট পারিবারিক আয়, ণ) পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা, ত) কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের তালিকাভুক্তির নং, যদি থাকে। তারিখ, প্রার্থীর স্বাক্ষর, অভিভাবকের স্বাক্ষর। কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য—১) ব্লকের প্রার্থীগণকে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হইবে। কোন ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয়ে একাধিক প্রাপ্ত নম্বর সমান হইলে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ঐচ্ছিক নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হইবে। ২) নির্বাচিত প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট মেডিকেল বোর্ডের নিকট স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ত বিবেচিত হইতে হইবে। ৩) প্রত্যেক নির্বাচিত প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ট্রেনিং স্কুলে থাকিতে হইবে। তাহারা মাসিক (সময় সময় সরকার কর্তৃক পরিবর্তনীয়) দুইশত টাকা (২০০) হারে ষ্টাইপেণ্ড (মাসোহারা) পাইবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট পোষাক পরিতে হইবে। শিক্ষার্থীর মাসিক ষ্টাইপেণ্ড হইতে খাদ্য ও বাসস্থানের বিনিময়ে ৮৭ (সাতাশি) টাকা (সময় সময় পরিবর্তনশীল) কাটিয়া লওয়া হইবে। ৫) মোট পদের ১৫ শতাংশ তপশিলী জাতি এবং ৫ শতাংশ তপশিলী উপজাতি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। ৬) মোট পদের দশ শতাংশ অনাথ আশ্রমের প্রার্থীগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। এই সমস্ত সংরক্ষিত আসনে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে এই পদগুলি অসংরক্ষিত হিসাবে বিবেচিত হইবে। ৭) নির্বাচিত প্রার্থীগণকে প্রথম তিনমাস প্রশিক্ষণের পর একটি অংগীকার পত্র প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষার্থী সফলভাবে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণের পর অন্তত ৫ বছর পঃ বঃ সরকারের সাবসেণ্টারে কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ৮) শৃংখলা—প্রশিক্ষণ চলাকালে বিবাহ অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা অথবা শৃংখলাভঙ্গ অথবা প্রশিক্ষণের নিয়মকানুন ভঙ্গ করিলে শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ বাতিল হইয়া যাইবে। এবং সরকার যে পরিমাণ টাকা তাহার জন্য ব্যয় করিয়াছেন তাহা ফেরত চাওয়া হইবে। ৯) নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা কেবলমাত্র ১৯৭৯ সালের জন্য নির্দ্ধারিত থাকিবে। ইহা প্রকাশে ১৯৭৮ সালের প্রস্তুত তালিকা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

বিঃ দ্রঃ ১) বিশদ বিবরণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার সদর হাসপাতালের নার্সিং সুপাঃ এর/ডি ডি এইচ এস নার্সিং এর (সি আই টি বিল্ডিং কলিঃ ১২) সহিত যোগাযোগ করা যাইতে পারে। ৩) মুর্শিদাবাদ জেলার ২৬টি ব্লকের অন্তর্গত সাবসেণ্টারগুলিতে নিয়োগের জন্য ১৮৭ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হইবে। (আই সি এ ৪১৬৭) (২/৭৯)।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত

পুলিশের গুলি, নিহত—৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাসকের নির্দেশে পাঁচ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়। গুলিতে দু'জন চালক নিহত ও একজন গুরুতরভাবে আহত হন। উনিশ ঘণ্টা পর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

অপরদিকে ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে বলা হয়েছে, জাতীয় সড়কে এই ধরনের ঘটনার জন্য মুখ্যতঃ পুলিশই দায়ী। গদাইপুরে ট্রাক কাটারের দল জাতীয় সড়কের ওপর বাম্প তৈরী ক'রে লরি লুঠ করে। পি ডব্লু ডি থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশবার পঞ্চাশটি চিঠি দিয়ে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং অন্ততঃ ত্রিশবার বাম্প কেটে ফেলা হয়েছে। ট্রাক কাটাররাও বারবার বাম্প তৈরী করেছে এবং কোন লরি যাতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য বাম্পের দুই-দিকে রাস্তায় গর্ত করে রেখেছে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনের সবাই এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিশেষ করে পুলিশ অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। যার ফলে ১২ মে সংশ্লিষ্ট জায়গায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে এবং পুলিশ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে উত্তেজিত লরি চালকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। সবস্তরের মানুষ পুলিশের এই বরবোচিত গুলি চালনার নিন্দায় সরব হয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্য সরকারের নতুন সারকুলারে জাতীয় সড়কের ওপর বাম্প তৈরী নিষিদ্ধ হয়েছে। গত রবিবার গদাইপুর সেতুতে লরি কাটারদের নিক্ষিপ্ত ঢিলের আঘাতে রামকৃষ্ণ বাসের মালিক মানিকলাল চট্টোপাধ্যায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

সর্বশেষ সংবাদ জানা গেছে, অপহৃত খালাসির মৃতদেহ ১৪ মে সকালে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ১৩ মে রাত্রে গদাইপুর সেতুর কাছে লরি চাপা পড়ে এক-জোড়া বলদ ও দু'জন গরু গাড়ী আরোহীর মৃত্যু ঘটেছে। গদাইপুর সেতু ও পাঁচশ ফুট সেতুতে ৩৪নং জাতীয় সড়কের যে বাম্প নিয়ে এত গোলমাল, সেই বাম্প এখনও কেটে ফেলা হয়নি।

বিশেষ সম্পাদকীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞাপন লাভে বঞ্চিত হয়েও আমরা নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করেছি। শত হুমকিতেও আমরা পিছু পা হই না। কেন না সত্য সংবাদ নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে প্রকাশে আমরা আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনারা আমাদের বিশ্বাস করেন। সুদীর্ঘ ছেষট্টি বছর ধরে আমরা আপনাদের সেই বিশ্বাস, স্নেহ ও ভালোবাসা অটুট রাখার চেষ্টা করেছি, ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করব।

প্রকাশের পথে স্থানীয় কথাশিল্পী
কাজী আমিনুল ইসলাম
রচিত উপন্যাস
জীবনের রং ধূসর
এক ধারে কৃষক ও বিড়ি শ্রমিকের উপর শোষণ—অপরদিকে তাদের জীবন-সংঘাতের ছবি—এতদঞ্চলের এক বাস্তব চিত্র।

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

সম্প্রতি অরঙ্গাবাদের ডাঃ বি রায় নামে একজন চিকিৎসক জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ের কাছে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।

আহত চালকের মৃত্যুঃ গদাইপুরে পুলিশের গুলিতে আহত তৃতীয় লরি চালক ১৫ মে বহরমপুর হাসপাতালে মারা গিয়াছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে নিয়ে গুলিতে নিহত লরি চালকের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন।

গুলিচালনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে আজ মহকুমা শাসকের কাছে স্মারক লিপি পেশ করা হয়েছে।

পুলিশী সন্ত্রাসঃ গদাইপুর ব্রীজের কাছে জাতীয় সড়কে লরিকাট এবং গুলিচালনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গদাইপুর গ্রামের নিরীহ মানুষজনের উপর ঢালাওভাবে অত্যাচার শুরু করেছে বলে অভিযোগ। মারধোরের ভয়ে গ্রামের পুরুষরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন। পুরুষদের না পেয়ে পুলিশ গ্রামের মেয়েদের মারধোর করছে বলে অভিযোগ এসেছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৮শে মে, ১৯৭৯

মোঃ নং ১১/৭৬ মনিজারী

ডিঃ প্রদীপকুমার সিংহ দেঃ প্রসন্নরাম দাস দাবি ৩৫৩'৭৬ পঃ খানা সূতী মৌজে ফরিদপুর ৩'১৩ শতকের কাত ১২॥৶৩ পঃ বঃ সরকার সেরেস্তায় লেখা যায়। খং ২০৪

২নং লাট মৌজাদি ঐ ১'৭৬ শতকের কাত ২৸৶০ খং ২১৯

৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৮১ শতকের কাত ২৷০ খং ২২৫

৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত ৪।৬ খং ২৭৩ তন্মধ্যে ৵০ অংশে ৭ শতক আঃ ২০০৲

Govt. of West Bengal
Public Works Department
Office of the Executive Engineer, Berhampore Div. No. I
Berhampore, Murshidabad

Memo. 2765 Dated, 7-5-79

From : The Executive Engineer (PWD, Berhampore Div. I

TENDER

N. I. T. No.	Name of work	Amount put to tender	Earnest Money	Date of opening
B/I of 78-79	Constn. of G. C. I. sheet roofing at Guard house No. 3 of Berhampore Central Jail during 78-79 (Replacement of the existing thatched roof)	Rs. 43,606/-	Rs. 1090/-	23.5.79
3 of	Emergency patch repairing work to different Govt. Buildings under Berhampore Subdivn during rainy season to arrest the roof leakage.	Rs. 5,000/-	Rs. 100/-	23.5.79

Other details may be found from Executive Engineer (P. W. D.) Berhampore Divn. No. I's office during office hours.

Executive Engineer (P.W.D.) Berhampore Divn. No. I

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অজয় পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।